দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৩০

গাজীপুর বিআইটির ২য় সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী

ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটসর্বস্ব নয় চাই মানসম্পন্ন শিক্ষা

গাজীপুর থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, কেবল শিক্ষার প্রসারই শেষ কথা নয়। ডিগ্রি কিংবা সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষা নয়, আমাদের প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা। যে শিক্ষা হবে জ্ঞাননির্ভর, বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক এবং মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত। সে ধরনের শিক্ষার অনুশীলন আমাদের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হতে হবে। তিনি বলেন, লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি হাতে এলে এবং ঠিকমতো তা প্রয়োগ করতে পারলে আমাদের উন্নতিও হবে, সম্পদও বাড়বে। বাড়বে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতসহ গোটা অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে ফলে আমরা আর গরিব থাকব না। তিনি বলেন, তবে কেবল স্বপ্ন দেখলে আর কথা বললে হবে না, কাজ করতে হবে। জোর দিতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার ওপর।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার গাজীপুর ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

গাজীপুর ঃ প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুপুরে গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (বিআইটি) ঢাকার ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম. এহসানুল হক মিলন ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মো. আবদুস সালাম পিন্টু এবং সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. ইকবাল মাহমুদ। বিআইটি ঢাকার বোর্ড অফ গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান ড. দীপককান্তি দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিল অফ বিআইটি ড. নজরুল ইসলাম এবং স্বাগত ভাষণ দেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. নাসিম আহমেদ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ইনস্টিটিউটের ২য় সমাবর্তনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৭টি ব্যাচে ইনস্টিটিউটের ৪টি বিভাগে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান পাওয়া ২৪ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে বিআইটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং বিশেষ অতিথিসহ সমাবর্তন বক্তাকে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সমাবর্তন স্মারক হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

এর আগে দুপুর পৌনে ১২টায় প্রধানমন্ত্রী ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলে ইনস্টিটিউটের বোর্ড অফ গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং পরিচালক তাকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী সমাবর্তন গাউন পরিধান করে বিশেষ অতিথিবৃন্দসহ বোর্ড অফ গভর্নরস-এর সদস্য এবং অন্য অতিথিবৃন্দ সহকারে সমাবর্তন শোভাযাত্রা নিয়ে মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে এসে উপস্থিত হলে সবাই দাঁড়িয়ে ও করতালি দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে পানিসম্পদমন্ত্রী এল.কে সিদ্দিকী, সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান ...

... বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। তাদের জন্য চালু করেছি উপবৃত্তি। প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, মেয়েদের জন্য ভবিষ্যতে আরও ওপরের স্তরেও এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের চিন্তাভাবনা আমাদের আছে। আমরা ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বগুড়ায় 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছি। তিনি বলেন, পাশাপাশি আমরা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারেরও উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা কম্পিউটার শিক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্কুলে ১০ হাজার কম্পিউটার বিতরণ শুরু করেছি। শুধুমাত্র অর্থের অভাবে মেধাবী শিক্ষার্থী, বিশেষ করে মেয়েরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য আমরা 'প্রধানমন্ত্রীর স্কলারশিপ' চালু করার কথাও বিবেচনা করছি। আমরা ইংরেজি শিক্ষার ওপরও জোর দিয়েছি। বিদেশী ভাষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের জন্য আমরা ইতোমধ্যে বিভাগীয় শহরে ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি চালু করেছি।

প্রধানমন্ত্রী ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে করে বলেন, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ তোমরাই। তোমরা জাতির পূর্ব দিগন্তে উদিত সম্ভাবনার সূর্য। একদিন তোমাদের ওপরেই দেশ চালানোর ভার পড়বে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের যোগ্যতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে হবে। দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে হবে দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি বলেন, তার জন্য এখন থেকেই তোমাদের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে হবে। তোমাদের নিয়ে আমরা অনেক আশাবাদী; কিন্তু যখন তোমাদের মেঘমলিন হতে দেখি, যখন দেখি তোমাদের তারুণ্যে গ্রহণ লেগেছে, যখন সংবাদ পাই তোমাদের ভবিষ্যতকে রাহুগ্রাস করেছে তখন বেদনার্ত হই, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাবর্তন মানে কেবল সার্টিফিকেট পাওয়া নয়। সমাবর্তন হচ্ছে নতুন প্রত্যয়, নতুন অঙ্গীকার এবং নতুন দায়িত্ববোধ। ডিগ্রিপ্রাপ্তদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যে আধুনিক শিক্ষা ও দক্ষতা আপনারা অর্জন করেছেন তা এখন দেশের কাজে লাগাতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক এ যুগে সৃজনশীল মেধা ও নিরলস অধ্যবসায় দিয়ে টিকে থাকতে হবে। তাই আমি আশা করবো আপনারা কেবল সরকারি চাকরির ওপর নির্ভর না করে স্বকর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেবেন। আপনারা ...